আস্ট্রিদ লিন্দগ্রেন ঃ জন্ম শতবর্ষ

(১৯০৭-২০০২)

--লিয়াকত হোসেন

দীর্ঘ পাঁচটি বছর আতিক্রান্ত হয়েছে সুইডেন তথা ইউরোপের বিখ্যাত লেখিকা আষ্ট্রিদ লিন্ডগ্রেন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। জীবনের দীর্ঘ বেশ কয়েকটি বছর ষ্টকহোমের যে বাড়িতে কাটিয়ে ছিলেন, দলাগতানের সেই বাড়িটি এখন আষ্ট্রিদ বিহিন শূণ্য। কিন্তু আষ্ট্রিদের সৃষ্ট অমর চরিত্র পিপ্পিলংষ্ট্রুম, লোন্নেবেরীয়ার এমিল, মডিকান, ব্রোকমকারগতানের লত্তা আষ্ট্রিদ বিহিন শূণ্য পৃথিবী ও মানুষের হৃদয় ভরিয়ে রেখেছে। গত ১৪ই নভেম্বর (২০০৭) বেলা ১০টায় ভিমারবীর গীর্জার ঘন্টা ধ্বনি আষ্ট্রিদের জন্মশত বার্ষিকী ঘোষনা করে। ঐ ধ্বনিই ধ্বনিত হয়ে উঠে সমগ্র বিশ্বে। প্রায় সমগ্র বিশ্ব আষ্ট্রিদের শতজন্ম বার্ষিকী পালনে উৎসব মুখর হয়ে উঠে।

আষ্ট্রিদের পুরো নাম আষ্ট্রিদ আন্না এমিলিয়া এরিকসন।
১৯০৭ সালের ১৪ই নভেম্বর ভিমারবীর ন্যাস গ্রামে আষ্ট্রিদের জন্ম। আষ্ট্রিদ আরও অনেক পরে হয়েছেন ‘লিন্দগ্রেন’। উনিশ বছর বয়েসেই গ্রাম ছেড়ে ষ্টকহোমে পাড়ি দিয়ে ‘রয়াল অটোমোবাইল ক্লাব’-এ চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে ঐ অপিসের ম্যানেজার ষ্টুরে লিন্দগ্রেনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্বামীর পদবীই নিয়েছিলেন আষ্ট্রিদ। যখন আষ্ট্রিদ বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন তখন তাঁর বয়েস চব্বিশ। লেখিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন আরও তের বছর পর, ৩৭ বছর বয়েসে। মাত্র আঠারো বছর বয়েসে আজন্ম লালিত গ্রাম ছেড়ে এলেও গ্রামের স্মৃতি তাঁকে আপ্লুত করেছে আমৃত্যু। ১৯৪৪ সালে নতুন স্থাপিত প্রকাশনী সংস্থা `Raben & Sjögren’ আয়োজিত গল্প প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণ করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তাঁর লিখিত Britt-Marie lättar sitt hjärta (Britt-Marie unburdens her heart) প্রতিযোগীতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে কিন্তু পর বছর একই প্রতিযোগীতায় Pippi Långstrump লিখে অধিকার করেন প্রথম স্থান। ঐ বছরই প্রকাশিত হল ‘পিপ্পি’। ‘পিপ্পি’র মধ্যেমেই জন্ম নিলেন এক লেখিকা, আষ্ট্রিদ লিন্দগ্রেন। এরপরতো শুধু ইতিহাস আর ইতিহাস। এই ইতিহাসকে সুইডেন তথা ইউরোপের আর কোন লেখিকা অতিক্রম করতে পারেননি।

আষ্ট্রীদের জন্ম সালে সুইডেনে প্রকাশিত হয় ব্যাতিক্রমধর্মী একটি বই, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (The Wounderful Adventure of Nils) বালক নীলসের রাজহংসের পিঠে চড়ে সমগ্র সুইডেন ভ্রমণ। বইটি ভূগোল আর রূপকের সংমিশ্রনে এক অপূর্ব কিশোর ক্লাশিক। শুধু সুইডেনে নয় বইটি সমাদৃত সমগ্র বিশ্বে। বইটির লেখিকা সেলমা লর্গালফ সাহিত্যে নবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯০৯ সালে। সুইডিশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশান ১৯৫০ সালে উক্ত বইটির প্রধান চরিত্র Nils Holgerssons স্মরণে শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্য কর্মের জন্য প্রবর্তন করেন Nils Holgerssons পুরস্কার। খুবই আর্শ্চযের বিষয়, রূপক চরিত্র নীলস এবং আষ্ট্রীদের জন্ম একই সালে। সম্ভবতঃ লেখিকা লগার্লফ ও রূপক চরিত্র নীলস দুইই আষ্ট্রীদের ভেতর প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। তাই আষ্ট্রীদ হতে চেয়েছিলেন জন্মভূমী ভিমারবীর সেলমা লগার্লফ। সাহিত্য কর্মের জন্য আষ্ট্রীদ ১৯৮৬ সালে সেলমা লর্গালফ সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু জন্মস্থান ভিমারবীতেই তিনি সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেননি। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পরে বিশ্বের সর্বত্র।

আষ্ট্রিদ লিখেছেন প্রায় ১১৫টি বই। আজ অবধি পৃথিবীর প্রায় ৯৫টি ভাষায় অস্ট্রিদের বিভিন্ন বই অনুদিত হয়েছে। অনূদিত রয়েছে ৪৪টি ছবির বই, ৪০টি শিশু-কিশোর গল্পের বই এবং ১৭টি অনান্য বই ও ভলিয়ম। বিক্রয় হয়েছে প্রায় ১৪৫ মিলিয়ন কপি। সুইডেনের অনান্য লেখক-লেখিকাদের মধ্যে আষ্ট্রিদ সর্বধিক পঠিত।১৯৮৫ সালে জড়িপকৃত এক তথ্যে দেখা গিয়েছিল সুইডেনের বিভিন্ন লাইব্রেরী থেকে আষ্ট্রিদের বইই শুধু পাঠক-পাঠিকারা ইসু করেছিল ২০ (বিশ) লক্ষ বার।

আষ্ট্রিদের সৃষ্ট চরিত্র গুলোর মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পিপ্পিলংষ্ট্রুম। 'পিপ্পিলংষ্ট্রুম' বইটি বাংলা সহ অনূদিত হয়েছে ৬৪টি ভাষায়। অদ্ভুত এক নামের পিতৃ-মাতৃহীন 'পিপ্পিলংষ্ট্রুম', যে নাকি স্কুলে যেতে চায়না, যার স্নেহময় বাবা কোন এক দেশের জঙ্গলীদের রাজা, হঠাৎ করেই একটি জাহাজ বানিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তাকে নিতে আসবে! পাতার পর পাতা লিখে গেলেন আষ্ট্রিদ। তাঁর কলম ও কল্পনায় সৃষ্ট হল কালজয়ী এক চরিত্র 'পিপ্পিলংষ্ট্রুম'। অনুবাদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে 'লোন্নেবেরীয়ার এমিল', বইটি বাংলা সহ অনুদিত হয়েছে ৪৮টি ভাষায়। এরপর 'সিংহ হৃদয় দুই ভাই' ৪৫টি ভাষায়,'ছাদের উপর কার্লসন' ৪২টি ভাষায়, 'বুলারবী' ৪২টি ভাষায়, 'রব্বারের মেয়ে রনীয়া' ৩৮টি ভাষায়, ব্রোকমকারগতানের লত্তা ৩৫টি ভাষায়। অনুবাদের মাধ্যমে আষ্ট্রিদ পৃথিবীতে বহুল পরিচিত, শুধু জামানীতেই আষ্ট্রিদের অনূদিত বই বিক্রয় হয়েছে ৩০ মিলিয়ন কপি।

আষ্ট্রিদের শতজন্ম বাষিকী উজ্জাপন উপলক্ষে সমগ্র সুইডেনে ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল।
সুইডিশ একাডেমি, সুইডিশ ইন্সটিটিউট, বিভিন্ন লাইব্রেরী, প্রকাশনা সংস্থা, বিভিন্ন লেখক সংঘ আলোচনা, চিত্র ও পুস্তক প্রর্দশনীর মাধ্যমে দিনটি রাজকীয় ভাবে পালন করেছে। প্রতিটি দৈনিক ও সাময়িকী প্রকাশ করেছে আষ্ট্রিদের আলোকিত জীবনধারা। বিভিন্ন দেশে সুইডিশ দূতাবাস গুলোও আয়োজন করেছিল বিভিন্ন অনুষ্ঠানের। জন্মস্থান ভিমারবীর ন্যাস-এ গত গ্রীস্মেই স্থাপিত হয়েছে Astrid Lindgren Näs নামে বিশাল এক কমপ্লেক্স। কমপ্লেক্স লাইব্রেরীতে রাখা হয়েছে আষ্ট্রিদের লিখিত মূল বই গুলোর পাশাপাশি বাংলা সহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত বই গুলো।

বাংলাদেশে ও আষ্ট্রিদের শতজন্ম বার্ষিকী পালনে পিছিয়ে থাকেনি।
গত ১৪ই নভেম্বর বিকেলে ঢাকাস্থ জাতীয় যাদুঘর কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়নে 'অংকুর প্রকাশনী' সংস্থার উদ্দ্যোগে আয়োজন করা হয় আষ্ট্রিদের শতজন্ম বার্ষিকী। সম্ভবতঃ বাংলাদেশে এই প্রথম আষ্ট্রিদের জন্ম বার্ষিকী পালন করা হল। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশস্থ সুইডিশ রাষ্ট্রদূত ব্রিট এফ হগস্ট্রুম এবং সম্মানিত অতিথি ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক কবির চৌধুরী। অনুষ্ঠানে আষ্ট্রিদের সাহিত্য কর্মের উপর লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক কাজল বন্দোপাধ্যায়, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনির্ভাসিটির

সহযোগী অধ্যাপক আকিমুন রহমান, বক্তব্য রাখেন অংকুর প্রকাশনী সংস্থার মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, শিশু সাহিত্যিক আহমেদ মাজহার, আমিরুল ইসলাম প্রমুখ এবং উক্ত অনুষ্ঠানে প্রতিবেদক কতৃক অনূদিত ও অংকুর প্রকাশনী কতৃক প্রকাশিত আষ্ট্রিদের তিনটি বইয়ের অনুবাদ সমগ্র ‘আষ্ট্রিদ লিন্ডগ্রেন : শিশু-কিশোর গল্প ত্রয়ী’ বইটি প্রর্দশিত হয়।

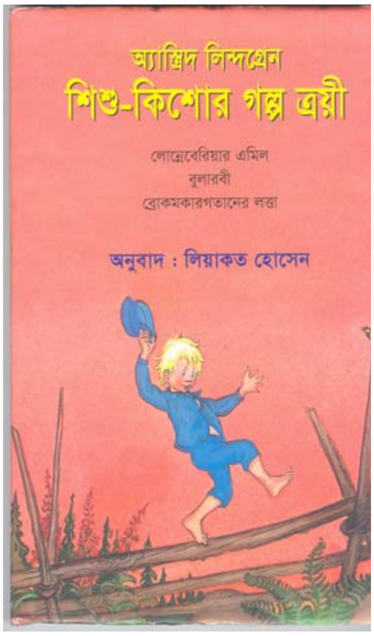

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সবকটি আধুনিক ভাষায়ই অনূদিত হয়েছে আষ্ট্রীদের বই। বর্তমান বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আষ্ট্রীদের পাঠক-পাঠিকারা। তাই লেখিকা Johanna hurwitz বলতে পেরেছেন,

”there is always a place on the globe where it is daytime. There is always a place where children are reading the book of Astrid Lindgren"

*লিয়াকত হোসেন : সুইডেন প্রবাসী লেখক

liakathossain@stockholm.com